মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল

৫৮ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৭ ❀ নভেম্বর, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ	(গৌড়ীয় ১১ বর্ষ, ২৭-২৮ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)	৫
৪। শ্রীল গোস্বামীপাদের দুটি সংক্ষিপ্ত হরিকথা	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৬
৫। ঈশ্বর সম্বন্ধজ্ঞান লাভই মানবের কর্তব্য	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ	৭
৬। কর্ম, সুকৃতি ও শ্রদ্ধা	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	৯
৮। বিবর্তনের ধারায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য	শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১১
৭। উর্জ্জাব্রত	(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—৩য় খণ্ড ২০২ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)	১৩
৯। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব	শ্রীভক্তি-পত্র, ২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত	১৬
১০। ভৃগু মুনি	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)	১৭
১১। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উত্তর ভারত প্রচার	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৭ ❀ নভেম্বর, ২০২০

সারকথা

**প্রভু বলে, বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্বথা ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩২)

**ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৩)

**চারি যুগে চারি ধর্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৪)

**কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৭)

**অতএব কলিযুগ নামযজ্ঞ সার।
অন্য কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৯)

**শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৪১)

**বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৬।৫৯)

**খণ্ড খণ্ড হই দেহ যা'য় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৬।৯৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—মন্ত্রসিদ্ধি ও ভক্তিসিদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। তখন শুদ্ধভক্তি, সাধনভক্তি বা নিষ্ঠাভক্তি হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়া। ''আগে হয় মুক্ত তবে কর্ম্মবন্ধ নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।।'' মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক মুক্ত হয়। তখন আর প্রকৃত অহঙ্কার থাকে না। তখন হইতেই নিষ্কাম হইয়া ভগবৎ-সুখার্থ ভগবৎ-সেবা করিবার সৌভাগ্য হয়। ইহাই শুদ্ধদাস্য বা শুদ্ধভক্তি।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় আর ভক্তিসিদ্ধিতে প্রেম হইয়া থাকে প্রেমিক ভক্তই সিদ্ধভক্ত বা মহাভাগবত।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় আর ভক্তিসিদ্ধিতে প্রেম হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্তই সিদ্ধভক্ত বা মহাভাগবত।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় কিন্তু নামাভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তকূলের উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ-১/৭৩)

প্রঃ—যাহার অর্থের প্রতি লোভ আছে, তাহার সঙ্গ কি পরিত্যাজ্য?

উঃ— অর্থ অনর্থের মূল। অর্থ ভগবৎ সেবায় লাগাইতে পারিলেই মঙ্গল; নতুবা অর্থ দ্বারা অমঙ্গল বা সংসারই হইবে। এজন্য হরিভজনকারী সজ্জনগণ নশ্বর অর্থে লুব্ধ হইবেন না। নিত্য-অর্থ বা পরমার্থের প্রতি লোভই দরকার। কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর যেন অর্থের প্রতি আসক্তি না হয়। কারণ অর্থাসক্তি থাকিলে পরমার্থে আসক্তি হইবে না। তৎফলে জীবন বৃথা যাইবে। যে সকল ব্যক্তির অর্থলোভ আছে, সেই সকল ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মুখদর্শন যেন জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রঃ—সকলে মিলিয়া মিশিয়া সেবা করাই কি ভাল?

উঃ— হাঁ। আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে হরিসেবা করিব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণের সঙ্গে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা সকলে ভগবৎ-সুখার্থ সতত হরিসেবায় ও গুরু-সেবায় নিযুক্ত থাকিব। নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে গিয়াই জীব কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয় এবং তদ্ধেতু দুঃখ পায় এজন্য সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকাই মঙ্গল।

প্রঃ—সাংসারিক কষ্টও কি ভগবানের দয়া?

উঃ— দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for the best ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। করুণাময় ভগবান যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্য বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কার জিনিষটাকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ আদর করেন, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎ-কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন।

যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

প্রঃ—যেখানে ভক্তগণ থাকেন, সেখানকার সকল লোক ভাল হয় না কেন?

উঃ—যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার থাকে না সত্য, কিন্তু আলোর নীচেই অন্ধকার দৃষ্ট হয়। যেখানে আলোক সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার; যেখানে পুণ্য সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। অন্ধকার না থাকিলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না। মূর্খতা আছে বলিয়াই পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা বোধ হয়। দুঃখ না থাকিলে সুখের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না।

প্রঃ—আমাদের জীবনে কি আদর্শস্থল হওয়া উচিত?

উঃ—আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যা'তে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। কোমলশ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁরা অন্তর্দ্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

প্রঃ—আমাদের ব্যধি কি?

উঃ—নিজসুখার্থ কৃষ্ণেতর বিষয়সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে কৃষ্ণ—তাঁর নামে, তাঁর সেবায় আমরা আনন্দ পাই না, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব।

(ক্রমশঃ)

বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ

(গৌড়ীয় ১১ বর্ষ, ২৭-২৮ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

ইংরাজী ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই। পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জগমোহনে শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়-সম্পাদক ও মঠস্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন। এতদ্ব্যতীত স্কুল ও কলেজের দুইজন ছাত্র যাঁহারা মঠে অবস্থান করেন, তাঁহারাও তথায় উপস্থিত আছেন। সেই ছাত্রদ্বয় কতটা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ প্রশ্ন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—আচ্ছা, ন—তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, তুমি যে এতদিন শুন্‌ছ, মহাপ্রভুর বিষয়ে তোমার কি ধারণা হ'য়েছে? শ্রীচৈতন্যদেব কে বল দেখি?

ছাত্র—তিনি ভগবান্।

প্রভুপাদ—তাঁর বিষয়ে তুমি কি কি জান?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—বহু পূর্ব্বের কথা। যজ্ঞেশ্বর বসুর বাড়ী ছিল বাণগঙ্গায় আর দীনবন্ধু সেনের বাড়ী ছিল ইছাপুরে। এরা ছিলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টর। এই দুই ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল, অত্যন্ত শিশুদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেওয়া হউক—যেমন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বালকেরা ধর্ম্মের কথা শিক্ষা করে। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কতকগুলি পুস্তক লিখেছিলেন। বৈষ্ণব গৃহস্থগণের ছোট ছেলেপিলেরা যা'তে প্রথম থেকেই ধর্ম্মের কথা শিক্ষা ক'র্‌তে পারে। পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন—'ধর্ম্মশিক্ষা'। বিভিন্ন স্তরের শিশু পাঠকগণের জন্য 'ধর্ম্মশিক্ষা' প্রথমভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয়ভাগ রচিত হ'য়েছিল। সবগুলিই ছাপা'ন হয় নাই, manu-script (পাণ্ডুলিপি) তৈয়ারী ছিল। manuscript গুলি কোথায় আছে, আপনি (গৌড়ীয় সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া) তা' খুঁজে নিতে পারেন। (ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া) বলত—মহাপ্রভু ব'ললেই বা কি বুঝায় আর ভগবান্ ব'ল্লেই বা কি বুঝায়, কা'কে ভগবান্ বলে?

ছাত্র—সকলেই যাঁ'কে পূজা করে, তিনিই ভগবান্।

প্রভুপাদ—(কলেজের ছাত্রটির প্রতি) এই কথাগুলির মধ্যে কি অভাব থাক্‌ল, বল দেখি?

কলেজের ছাত্র—(লজ্জায় অধোবদন)

প্রভুপাদ—তা' হ'লে ভগবান্ কি লজ্জাবৃত, বা ভগবানের সেবকগণ কি লজ্জাদ্বারা আবৃত? অ—চক্রবর্ত্তী যে স্কুলে প'ড়্‌তে গিয়াছে, তা'দের প্রতিও বোধ করি, এই সকল প্রশ্ন হয়। আমরা যখন স্কুলে প'ড়্‌তাম, তখন আমাদের Physics পড়াতেন C. Little সাহেব। তিনি কিন্তু নিজে Mathematics-এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার, দু'বার, তিনবার reading প'ড়তেন। প'ড়েই ব'ল্‌তেন 'তোমরা বোধ করি, বুঝতে পেরেছ?' তিনি first, second, third ছাত্রদের নাম list ক'রে রাখ্‌তেন। আর সেই তালিকা দেখে' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতেন। একদিন তিনি ক্লাসের বাইরে কএকটি ছেলেকে বাইবেলের কএকটি উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই সেই কথা ধ'রতে পা'রলো না। কেউ কেউ বা সে সকল কথা আলোচনা ক'রতে লজ্জা বোধ ক'রলো। আমি কিন্তু সাহেবের সম্মুখীন হ'য়ে ব'ল্লাম—আপনাদের শাস্ত্রে যে "Give us our daily bread" প্রভৃতি প্রার্থনা আছে, তা' এদেশের বিদ্ধ-শাক্তেয়বাদিগণের বিচারের ন্যায়। যিনি পরমেশ্বর, যিনি ভগবান্ তিনি আমাদের বহির্ম্মুখতার সেবক ন'ন। পরমেশ্বরের নাম ক'রে যাঁ'রা তাঁ'কে দিয়ে নিজের সেবা করা'তে চান, তাঁ'দের হৃদয়ে 'ভক্তি' ব'লে কোন জিনিষ নাই। ভক্তির যিনি বিষয়, তিনিই ভগবান্।

(ছাত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া) মহাপ্রভুকে তুমি ভগবান্ ব'ল্‌ছ। সেই ভগবানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বাধীন্, তিনি স্বরাট্। আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অতি শিশুকাল হ'তে মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি। তিনি ব'ল্‌তেন—ভগবানের অহৈতুকী সেবার বৈশিষ্ট্যে যা'দের লোভ, রুচি ও আদর আছে, তা'রাই অনভিজ্ঞতা অতিক্রম ক'র্‌তে পারে। তিনি আমাদিগকে খুব শিশুকাল হ'তে হরিনাম করবার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমাদের অতি শিশুকালেই

নামাপরাধ, নামাভাস ও নামের বৈশিষ্ট্যের কথা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। তিনি খুব বেশী লেখা-পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ব'লতেন—বেশী লেখাপড়ার গরমে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়—অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। হরিসেবার অনুকূল শিক্ষা না হ'লে সেই শিক্ষার কোন মূল্য নাই।

ছাত্র—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কি ক'রে শাস্ত্র পড়া যা'বে?

প্রভুপাদ—আমরা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও পরমহংস-বাবাজীর আদর্শ চরিত্র দেখেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শিক্ষা ক'রেছি। ধাতু-প্রত্যয় বা ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য-দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। যদি হোত, তা'হ'লে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌তেন। পৃথ্বীধর শর্ম্মা আমাকে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' পড়িয়া-ছিলেন। আমি তাঁ'র কাছে তিন মাসে সমগ্র ব্যাকরণ সমাপ্ত ক'র্‌লাম। তিন দিনে 'সন্ধি' পড়া শেষ হ'য়ে গেল দেখে' তিনি আমাকে ব'লল্‌েন—''এত শীঘ্র সন্ধি-পাঠ শেষ করা উচিত হয় নাই—আমাদের অনেক সময় লেগেছিল। কাশীতে জীবনাবধি পাণিনি প'ড়তে হয়। পাণিনি প'ড়তে প'ড়তে মৃত্যু হ'লে মোক্ষ-লাভ হয়।'' আমি তখন আমার অধ্যাপককে ব'ললাম,—''তা'হ'লে আজ থেকেই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রলাম। **আমার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাকরণ পাঠ বা মোক্ষলাভ নয়। আমার জীবনের ব্রত—হরিভজন ও হরির প্রীতি-লাভ।**'' তাঁ'র সঙ্গে এই মতভেদ হওয়ায় পাণিনি পড়া সেদিন থেকেই ছেড়ে দিলাম। তখন আমি অধ্যাপনা ক'রছি, আমার সারস্বত-চতুষ্পাঠী আছে। আমরা অতি বাল্যকাল থেকে শ্রীরূপের ভৃত্যানুভৃত্যের দাসত্ব কর্‌বার জন্য লোভ-বিশিষ্ট হ'য়েছি। কৃষ্ণসিংহের গলিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববৈষ্ণব সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সভার প্রতি রবিবারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ ব'য়ে নিয়ে যেতাম। তিনি সভায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর যে-সমস্ত ব্যাখ্যা ক'রতেন, সে সমস্ত কথা ব'ল্‌তে এসেছিলেন, তা' তাঁ'র সময়ের কেউ গ্রহণ ক'রতে পারে নাই। বিশ্ববৈষ্ণব সভায় অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া আস্‌তেন। তাঁ'দের হৃদয় নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ছিল। ❑

শ্রীল গোস্বামীপাদের দুটি সংক্ষিপ্ত হরিকথা

শ্রীল গুরুমহারাজের ১২১তম বার্ষিক আবির্ভাব তিথি পূজা মহোৎসব

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান—শ্রীগোদ্রুম ধাম, তাং-২১-১২-১৬

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণ কমলে আমার নিত্য সেবা প্রার্থনা করে আজ আমরা যে স্থানে উপনীত হয়েছি সেই স্থানটি অতিশয় মঙ্গলদায়ক অতিশয় প্রেমের স্থান। শ্রীলগুরুমহারাজ কর্তৃক আবিষ্কৃত। শ্রীলগুরুমহারাজের প্রিয়স্থান, এই প্রিয়স্থানে বসে শ্রীগৌরসুন্দরের জয় জয়কার ঘোষণা করা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই। যখন আমরা দেখব যে সকলকে নিয়ে আছি তখনই ভালো লাগবে আর যখন দেখব যে ভগবানের সেবা সব ভুলে গেছি তখন সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই স্থানটির মহিমা এখন যে —

গোদ্রুম ধামে ভজন অনুকূলে।
মাথুর শ্রীনন্দীশ্বরসম তুলে।।

শ্রীগোদ্রুম ধামের মহিমা বলতে গেলে হৃদয় খুব ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। এ স্থানটি হচ্ছে গুরু-গৌরাঙ্গের মনপূতঃ এবং অতিশয় সৌন্দর্যের স্থান এখানে বসে শ্রীগৌরসুন্দর এবং সকল দেবতাগণ ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন সর্বদা, সেইজন্য শ্রীগোদ্রুমধাম সর্বোপরি স্থান। শ্রীগোদ্রুমধামের সর্বোপরি রসসীমা আস্বাদন করে আমরা যেন তাঁর পদচিহ্ন, তাঁর সেবা সম্পদ গ্রহণ করে এবং তাঁর গুণ গানে যেন মত্ত হয়ে থাকতে পারি। এই আশীর্বাদ সকলের কাছে ভিক্ষা করি। স্থান কাল পাত্র অনুসারে এই স্থানটি অতিশয় রম্যিয় পরিবেশ। আমরা বহু ভাগ্যের ফলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে গুরুবর্গ সর্বোপরি শ্রীগৌরের কীর্ত্তন করে। শ্রীধাম পরিক্রমা করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্মৃতির আহ্বান করিয়ে গেছেন। সেই সুখ স্বচ্ছন্দ্য নিয়ে যেন আমরা কাল কাটতে পারি।

শ্রীল গুরুদেবের ৭০তম বার্ষিক আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে পূজা

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

স্থান - বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তাং-২৪-২-১৭

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবের সময় শ্রীল গুরুদেবের মহিমা শ্রবণ করলাম এতক্ষণ। শ্রীগুরুদেবের আশয়কে যিনি পালন করেন তিনি প্রকৃত গুরু কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার নানারকম অবগুণ আমাকে লজ্জিত করে। আমি সেই আসন অলঙ্কৃত করবার যতই সুপাত্র হই তথাপি আপনাদের নিজেদের মহিমাগুণ সেই দৃষ্টিকোন থেকে উন্নীত হওয়ার জন্য শিষ্যবর্গের এটা মহাভাগ্যের কথা, মহাআনন্দের কথা।

গুরুবর্গ আমার উন্নত উজ্জ্বল ভূমিকায় থেকে এইসব আসন অলঙ্কৃত করে গেছেন। সেই তাঁদের পদাঙ্ক যদি অনুসরণ করতে পারি তাহলে জীবন সার্থক হয়। আর আমার যে সমস্ত অনুগগণ সেই আসা পোষণ করেন তারাই আমার প্রকৃত বন্ধু। তারা আমাকে 'গুরু' বলে বরণ করে কত মহিমা বললেন আমাকে, তা বোঝাতে পারব না। আমি যে কি, আমার কত দোষ আছে সে নিজে জানি, আরো কত দোষ আছে জানব। যতই মহান গুরুবর্গের কথা আলোচনা মুখে শ্রবণ কীর্ত্তন করব ততোই আমাদের দৃষ্টিকোন খুলবে ততোই আমরা ভাগ্যশীল হব। ভাগ্যবান লোক হলে সে ভক্তি লাভ সুনিশ্চিত, এই ভাগ্যের আধিকারী কবে হবো এই আমার অভিলাষ। আমাদের অভিলষিত জিনিস হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, গুরুপ্রেম, গুরুভক্তি কিন্তু কবে যে সেটা আমাদের লাভ হবে সেটা আমি জানি না। শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় যদি আমাদের কোনদিন লাভ হয় সেটাই ভাগ্য বলে জানব। সেই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলি যে, **গুরুপদ, গুরুখেতাব আর গুরু Position এগুলোর কোন মূল্য হয় না যদি গুরুপ্রেম না প্রকৃত অর্থে তৈরী হয়।** হৃদয়ের বাসনা অনুসারে যদি আমরা খুঁজে না পাই তো আমাদের সমস্ত কিছু ব্যর্থ। বাগাড়াম্বর, আমাদের লোক দেখানো ভক্তি, লোক দেখানো চিত্তের অশান্ত অবস্থার কোন মূল্য থাকে না যদি না আমরা প্রকৃত জিনিসটা লাভ করতে পারি। আমার ইচ্ছা সকলে আমার জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে যে সমারোহ সৃষ্টি করেছেন যে উৎসাহ দর্শন করিয়েছেন সেটা বাস্তবায়িত হোক, সেটা এদের আনন্দ অনুশীলন করিয়ে চিত্তকে প্রফুল্লিত করুক এবং চতুর্দিকে আনন্দ বর্ধিত হোক এই প্রার্থনা করি। ❑

ঈশ্বর সম্বন্ধজ্ঞান লাভই মানবের কর্তব্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান —লন্ডন, শ্রী মিলন রক্ষিতের বাসভবন, তাং-২০১৯

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করে শ্রীমিলন রক্ষিত মহাশয়ের বাসভবনে কিছু ভাগবতীয় কথা পরিবেশন করার সুযোগ পেয়ে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

পান্ডববংশের অভিমন্যুর একমাত্র পুত্র পরীক্ষিৎ মহারাজ অল্পদিনের জন্য সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। এক ধার্মিকসম্পন্ন পুণ্যাত্মা বংশের পৌত্র হয়ে জীবনের জন্মকাল-মৃত্যুকাল উভয় সময়ে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে জীবন ত্যাগ করেছিলেন। অশ্বধামা মাতা উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন পরীক্ষিৎকে মারবার জন্য। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে উত্তরাদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করে সুদর্শন চক্রের দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রকে টুকরো টুকরো করে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষিতের জীবনের এক অসময় কাল উপস্থিত হল। যুবাবস্থায় মৃগয়া করতে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে এক ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন। শমীক ঋষি ধ্যানে মত ছিলেন। পিপাসার্ত হয়ে প্রার্থনা করেও যখন তিনি জল পান নি, ক্রোধবশতঃ চিন্তা করলেন আমি দেশের রাজা। এটা আমার অসম্মান। তিনি তার ধনুকের অগ্রভাগে পাশে পড়ে থাকা এক মরা সাপ ঋষির গলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঋষি পুত্র শৃঙ্গি লোকমুখে যখন জানতে পারলেন তিনি অভিশাপ দিলেন যে, আমার পিতার গলায় যিনি মরা সাপ দিয়েছেন আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে। ঋষির ধ্যানভঙ্গ হলে ভগবানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন এবং নিজের এক শিষ্যকে পাঠিয়ে রাজাকে সংবাদ দিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ মনে মনে দুঃখী ছিলেন। তিনি

রাজবেশ পরিত্যাগ করে সাধুর বেশে রাজকার্য ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে গিয়ে প্রায়োপবেশন করলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে ভারতবর্ষের সমস্ত মুনিঋষি একত্রিত হলেন। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বেদব্যাস এবং তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব যিনি (ব্রহ্মজ্ঞ) সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। সকলে শ্রীশুকদেবকে উর্দ্ধাসনে বসালেন। মৃত্যুর দ্বারে বসে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। 'পুরুষেস্য ইহ যৎ কার্যং'— মানবের শ্রেষ্ঠ কার্য কি? শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি, যার দ্বারা সে নিত্য পরম শান্তি পেতে পারে? কোথায় গেলে আমার পূর্ণতা লাভ হবে সেই রকম একটা পথ আপনি বলুন। গীতাতে শ্রীঅর্জুন সে প্রশ্ন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলছেন,—

''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুর্বং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।
(গীতা-২।২৯)

যিনি মুক্তির পথে চলেন নি, সেইরকম মৃত্যুশীল মানবকে আবার জন্ম নিতে হবে।

আজ পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়টা অন্য এক চিন্তায় বিভোর। এতদিন রাজসিংহাসনের কথা, প্রজাদের সুষ্টুব্যবস্থার কথা, মৃগয়া করবার কথা, পরিবারের কথা চিন্তা করেছেন কিন্তু আজ এই সাত দিনে মৃত্যুর কথা চিন্তা করছেন। পরীক্ষিৎ যখন রাজা হয়েছিলেন তখনই কলি প্রবেশ করেছিল। একদিন রাজকার্যের জন্য বেরিয়ে দেখলেন একটা বৃষ (ষাঁড়) এবং একটি ক্রন্দনরতা গাভী দুজনে চলছে। এক রাজা শুদ্র রাজবেশ নিয়ে গাভীকে চাবুক দিয়ে মারছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? বলল আমি কলি। পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন বৃষটিকে কেন মারছ? বললেন বৃষটি হল ধর্ম। সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপঃ, শৌচ, দয়া এবং সত্য এই চারপা ছিল, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে-তপস্যা, শৌচ, পবিত্রতা চলে গেছে। এখন এক পায়ে সত্যের উপর ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ক্রন্দনরতা যে গাভীটি-এ হচ্ছে ধরিত্রী। কলির তান্ডবে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, পরশ্রীকাতরতা, কুটিলতা এসব বহন করতে পারবে না তাই কাঁদছে। পরীক্ষিতের শরণাগত হয়ে কলি বললেন, আপনার রাজ্যে আমাকে একটু স্থান দিন, পরীক্ষিৎ বললেন—

''দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সূনা যত্র অধর্মঃ চতুর্বিধঃ''।
(ভাঃ—১।১৭।৩৮)

যেখানে পাশাখেলা বা জুয়াখেলা, যেখানে মদ্যপান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশুহত্যা—এই চারটি স্থানে তুমি থাকবে কলি আর একটি স্থান প্রার্থনা করলে, মহারাজ বললেন সোনা (Gold)। পরীক্ষিৎ মহারাজের মুকুটেই সোনা ছিল। ধার্মিক হয়েও তৃষ্ণার বেগ সহ্য করতে না পেরে ঋষিপুত্র দ্বারা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। আমাদের জীবনের শেষ কোথায়, পূর্ণ প্রশান্তি কোথায় এ প্রশ্নটা প্রত্যেকের ভিতরেই আছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—

তস্মাদ্ভারতঃ সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্।।
(ভাঃ-২।১।৫)

যদি আপনি অভয় ইচ্ছা করেন। যদি মৃত্যুর থেকে ওপারে যেতে চান বা সেখানে একটা সুন্দর জগৎ রয়েছে। যেখানে জরাব্যাধি মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। ভবসিন্ধুর ওপারে ঈশ্বরের ধাম Trancendental platform রয়েছে। যেখানে গেলে মানব পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে। আপনার স্বামী-ছেলেমেয়ের সাথে একটা distance রয়েছে কিন্তু ভগবান আপনার হৃদয়ে বসে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কোন distance নেই।

''এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্ব্বৃত্তঃ সন্ নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র ।।'' (ভা.-২।২।৬)

তিনি সচ্চিদানন্দ অশোক অভয় অমৃতের আধার। একটা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব যেটাকে Laboratory তে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে না। তিনি আত্মা, অনন্ত, শ্রেয় অন্তর্যামীরূপে বসে রয়েছেন। যাকে দেখতে পাচ্ছো না, অনুভব করতে পারছ না, যাকে প্রাণবায়ু বলছ এবং যা বেরিয়ে গেলে মৃত্যু বলছ। সেই একতত্ত্ব যাকে বাদ দিয়ে আনন্দের চর্চা করতে গিয়ে, দুঃখের বস্তুগুলোকে আলিঙ্গন করে আনন্দ পেতে চেয়েছো। তাই জীবনের ফলটা Positive আসে নি। তাই শ্রীলশুকদেব গোস্বামী মৃত্যুর ওপারে যাবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় বললেন। মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে যদি তুমি বাঁচতে চাও অসীম, সর্বশক্তিমান তত্ত্বকে তুমি প্রণাম করো, তাকে জানবার চেষ্টা করো, শ্রদ্ধা করো, ভালবাসো, সেই তত্ত্বের কাছে প্রণত হও।

ভারতবর্ষের ৫০০০ হাজার বছর পূর্বের কথা, যিনি জীবনের মধ্যভাগে এসে যে পরিস্থিতি, তাকে সেই

ঋষিপুত্রের অভিশাপে এই ধরণের প্রশ্ন আর উত্তর শুনতে বাধ্য করেছিল, আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ত্তব্য আমরা কখনও ভালভাবে করছি আবার কখনও ত্রুটি করছি। ৩০-৫০ বছর পূর্বে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে বাড়ীতে রামায়ণ পড়া হত। আধুনিক সভ্যতার আলোকে সেইসকল সামাজিক চিত্র হয়ত আজ দেখবার সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু একটা অসুবিধা, অভাব, একটা ভুল নিশ্চয়ই আমাদের তাড়া করবে, যদি এই রকম গীতা, ভাগবত শ্রবণ করতে করতে চিত্তের মধ্যে কোনদিন অনুধাবন করেন তখন আপনার জীবনের কর্তব্যের মধ্যে তা add হবে। ঈশ্বরের জন্য আমার কিছু করার রয়েছে, করার না থাকলেও ঈশ্বরকে জানার কর্ত্তব্য রয়েছে। জানার না থাকলেও শ্রদ্ধা করবার বিচার রয়েছে। ভারতবর্ষের মুনি ঋষি তারা এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আজকে কলির প্রভাবে আমরা হয়ত এড়িয়ে চলছি। আমাদেরকে যারা শিক্ষা দেবেন, শিক্ষকের স্থানে যারা রয়েছেন তারাও কোথাও হয়ত ভুল করছেন। কিন্তু এটাই সত্য যে, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বরের ধাম, নাম সত্য এবং আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের তাঁর প্রতি কর্তব্য সত্য। ❑

কর্ম, সুকৃতি ও শ্রদ্ধা

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

কর্ম

চেতন জীবের ইন্দ্রিয় চালনাকে কর্ম বলে। সে যে কোন উদ্দেশেই হোক না কেন এই সংসারে মায়ামুগ্ধ জীবগণ কর্মকে আশ্রয় করে থাকে। কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। জীবনধারণের জন্য শরীর বা ইন্দ্রিয় চালনা নিতান্ত দরকার, এর নাম কর্ম। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিন প্রকার কর্মের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কর্ম দুইপ্রকার—শুভ ও অশুভ। শাস্ত্রবিহিত কর্মকে শুভকর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকে অশুভকর্ম বলে। শুভকর্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্মের ফল দুঃখলাভ। শুভকর্ম বা বেদবিহীত কর্মের অকরণকে অকর্ম বলে এবং অশুভ বা বেদনিষিদ্ধ কর্মকে বলা হয় পাপ বা বিকর্ম। শুভকর্ম তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম। সাধারণভাবে শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। যেমন—ঈশ্বরউপাসনা, সন্ধ্যা বন্দনা, পবিত্র উপায়ে শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্যব্যবহার আদি। যে সকল কর্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করে নিত্যকর্মের ন্যায় পালিত হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যেমন—পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদি নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম অর্থাৎ স্বসুখকর কর্ম তা নিত্য স্বার্থপর বলে ত্যজ্য। শুভ ও অশুভ কর্ম থেকে পাপও পূণ্যের উৎপত্তি। পুণ্যের ফল স্বর্গসুখ ভোগ ও পাপের ফলে নরকযন্ত্রণা বা দুঃখ লাভ।

সুকৃতি

শাস্ত্রে শুভকর্মকে সুকৃতি বলে। ''চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'' (গীতা—৭।১৬)—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ 'সুকৃতি' শব্দের অর্থ বলেছেন—''পূর্বজন্মসু কৃতপূণ্যাঃ'' অর্থাৎ যাহাদের পূর্বজন্মকৃত পূণ্য আছে তারা সুকৃতিবান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন—''বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে'' অর্থাৎ যারা পূর্বজন্মে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের পালন করেছেন, তারাই সুকৃতিবান। সেই সুকৃতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—কর্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। যে সকল শুভকর্ম কেবল ভোগের সংস্কার দান করে তা কর্মোন্মুখী সুকৃতি। আর্ত্ত (শত্রু হতে শোকাদি আপদগ্রস্ত গজেন্দ্র) ও অর্থার্থী (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগকামী ধ্রুবাদি) এরা সকামকামী হওয়ায় কর্মোন্মুখী সুকৃতিবান। যে সকল শুভকর্ম মুক্তিলাভের প্রেরণা দান করে তাকে জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতি বলে। জিজ্ঞাসু (আত্মস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু শৌনকাদি ঋষিগণ) ও জ্ঞানী (আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবানকে যিনি জানেন সেই শুকাদি) নিষ্কামকামী হওয়ায় জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতিবান। যে শুভকর্মের দ্বারা অজ্ঞাতভাবে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজিত হয় তাই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। অজ্ঞাতভাবে ভগবান ও তদীয় বস্তু সম্বন্ধীয় কর্ম ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। উক্ত শ্লোকের 'বিদ্বৎরঞ্জন' ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—''আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য-নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং

জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মালয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যতা বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হলে তারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির দ্বারা ভক্তির অধিকারী হতে পারে। যে কাল পর্যন্ত কষায় থাকে, সে কাল পর্যন্ত এ সকল ব্যক্তির ভক্তি—কর্ম বা জ্ঞান প্রধানীভূতা। কষায় দূর হলে অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তির অধিকারী হতে পারে।'' এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হতে শ্রদ্ধার জন্ম এবং সেই শ্রদ্ধা ভক্তির বীজস্বরূপ। এ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ ॥

কর্মোন্মুখী ও জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতি ক্রমে ভুক্তি ও মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। ফলে ঐ সকল জীব ভক্তির অবান্তর ফল লাভ করে। ভক্তির সাক্ষাৎ ফল পায় না। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা কেবল ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থেকে জাত হয়। জন্মজন্মান্তর যিনি এই সুকৃতি লাভ করেছেন তিনিই শ্রদ্ধার অধিকারী। তিনিই ভক্তিলাভের অধিকারী হন। ''শ্রদ্ধাবান জন হন ভক্তি অধিকারী''।

শ্রদ্ধা

''শ্রদ্ধা'' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রৎ—ধা ভাবে ঙ্ আপ অর্থাৎ 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ ভক্তি। অর্থাৎ ভক্তি যার আশ্রিতা বা ধৃতা, তাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। যেমন বীজকে আশ্রয় করে বৃক্ষের উৎপত্তি তেমনি শ্রদ্ধারূপ বীজকে আশ্রয় করে ভক্তিলতার উৎপত্তি, বিস্তার, সমৃদ্ধি ও প্রেমরূপে পরিণতি লাভ। শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ১৭২ অনুচ্ছেদে বলেছেন—''সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয় অবধারণসৈব অঙ্গম্। তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ''—অর্থাৎ শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় অভিধেয় বস্তুর অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু ঐ অভিধেয় বস্তু বিষয়ক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন—''শ্রদ্ধা সা চ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ময়ী। প্রক্রমান যত্নৈকনিদানরূপ তদ্বিষয়কত্বৈকনির্বাহ-রূপ সাদরস্পৃহা চ''—অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে যত্নশীল হয়ে তদনুসারে কর্মাদি করবার যে সাদর স্পৃহা দেখা যায়, তাকেও শ্রদ্ধা বলে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

''শ্রদ্ধা শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২/৬২)

সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করলে বা কায়মনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করলে জীবের সকল কর্ম সম্পন্ন হয়—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ''হরিসেবা ছাড়া জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, হরিসেবা ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য আছে, তা মায়া—এইরূপ সাধুগুরু শাস্ত্র উপদেশে দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।''

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্মে বলেছেন—''শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ'' (আম্নায়সূত্র—৫৭) অর্থাৎ কর্মজ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষই শ্রদ্ধা। তিনি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে ''শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'' গ্রন্থে আরও সরলভাবে ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম ধন। ভগবৎ বিস্মৃতি ফলে সে প্রেমধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পূর্বসুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গ লাভ এবং তার ফলে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, ভজনের দ্বারা ক্রমোপস্থায় সে পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হতে পারে—এই সত্যবাক্যে গাঢ় বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল, এর নাম শ্রদ্ধা। এই সত্যবাক্যে যার যতটুকু বিশ্বাস জন্মায় তিনি ততটুকুই শ্রদ্ধার অধিকারী হয়ে ভক্তিপথের পথিক হতে পারেন।

শ্রদ্ধাই সকল প্রকার সিদ্ধির মূল। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধার ত অভাব নাই। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বমানবের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এইগুলি সংসারে প্রতি পদক্ষেপে চলতে গিয়ে করতেই হয়। যদিও এই শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রোদিত শ্রদ্ধার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাস্ত্র বলেন ''সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা''—শ্রদ্ধা শরণাগতিলক্ষণ যুক্তা। কার শরণ নেব? শ্রদ্ধার বিষয় সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম, জীবমাত্রই শ্রদ্ধার আশ্রয়। শ্রদ্ধার পরিণতি কৃষ্ণপ্রেম। জীব যদি শ্রদ্ধার আশ্রয় হয় শ্রদ্ধার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁরা আমাদেরকে রক্ষা করবেনই এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের দ্বারা ক্রমে সে প্রেমলাভের যোগ্যতা অর্জন করবে।

ভক্তি অধিকারীর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শ্রদ্ধা। কেবল ভক্তি সাধনাই নয় কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সমস্ত সাধনাতেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ছাড়া কোন সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করতে পারা যায় না। তাহলে **''শ্রদ্ধাকে কি ভক্তির জননী বলা যেতে পারে? শ্রীল জীবগোস্বামী বলেছেন—তাও নয়,**

শ্রদ্ধা ভক্তির জননী নয়। শ্রদ্ধা জন্মিবার পূর্বে কারও কারও ভক্তির বিকাশ দেখা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির সহচরী। শ্রদ্ধা ভাবময়ী কিন্তু ভক্তি ক্রিয়াময়ী। কখনও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থেকে শ্রদ্ধা হয় এবং শ্রদ্ধাবানে ভক্তি বিকশিত হয়। কোথাও ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা প্রস্ফুটিত হয়। কোন কোন বদ্ধজীব বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি থেকে শ্রদ্ধা লাভ করেন। ভক্তিদেবী সাধারণতঃ শ্রদ্ধাদ্বারেই কৃপা করেন।"—(শ্রীল আচার্যদেব)

শ্রদ্ধা দুইপ্রকার। শ্রীল জীবগোস্বামীর মতে—লৌকিক শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের মতে—বলোৎপাদিকা ও স্বাভাবিকী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। পূর্বজন্মের সংস্কার বা সুকৃতি থেকে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাকে কোমলশ্রদ্ধা বলে। এর নাম লৌকিকশ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা লোকাচার দর্শনে জাত হয়। বলপূর্বক শাস্ত্রশাসন করানো জন্য একে বলোৎপাদিকা শ্রদ্ধাও বলে। কোমল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগের জন্য শাস্ত্র ও সাধুকৃপা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। যে কোন পরিস্থিতিতে এই শ্রদ্ধা নষ্টও হতে পারে। সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণপূর্বক ভগবান ও তদীয় বস্তুর প্রতি বিশ্বাসের নাম শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভের পর স্বাভাবিকভাবে ভক্ত্যঙ্গ যাজনে যে রুচি তাকে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বলে। কোমলশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভের পর ক্রমে সাধুসঙ্গ, অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ত্যাগ পূর্বক নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া যোগে অনর্থ নিবৃত্তির ভূমিকা লাভ করতে পারে। ক্রমে স্বাভাবিক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবস্তরে ভক্তিটা অত্যন্ত বলবতী হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধাকে দৃঢ়শ্রদ্ধা বলে। যিনি যতদূর নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া যোগে অনর্থনিবৃতি ক্রমে নিষ্ঠা, রুচ্যাদি লাভ করেছেন তিনি ততদূর দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছে। সুতরাং শ্রদ্ধা সিদ্ধির ভূমিকা লাভ পর্যন্ত সাধকের সাথী হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার ।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ না করা পর্যন্ত সাধকের স্থায়িত্ব নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ আসতে পারে। যদি আমি কোমল শ্রদ্ধাবানই থাকি শাস্ত্রযুক্ত ও সাধুসঙ্গ লাভ বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা নানাপ্রকার অসৎসিদ্ধান্ত, কুমত, মায়াবাদরূপ পাষণ্ডমত এসে ভক্তি পথে বাধার সৃষ্টি করবেই। সেইজন্য শ্রদ্ধা থেকে ভজন শুরু ক্রমে শ্রদ্ধার গাঢ়ত্ব ও তার থেকে ভজনোন্নতি। সিদ্ধি পর্যন্ত এর গতি। শ্রদ্ধা বিহীন সাধক ভজন সম্পত্তিহীন। সুতরাং শ্রদ্ধাবান সাধককে ভক্তির প্রাথমিক স্তর হতে প্রেমরাজ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত অতি সাবধানে এগোনো উচিত। নতুবা শ্রদ্ধাহানী হলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হয়ে ভক্তিপথ থেকে চিরদিনের মত পতিত হতে হয়। সুতরাং সাধু সাবধান! ❑

বিবর্তনের ধারায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

এই ব্রজবাসীগণ প্রকৃত পক্ষে পারকীয় রসাবিষ্ট। তা আমরা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশাবলীতেই পেয়েছি

"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।"

'সনক' সম্প্রদায়ের বিচার ধারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রক্ষেপন—

(১) **একান্ত রাধিকাশ্রয়**—'সনক' সম্প্রদায়ের '**একান্ত রাধিকাশ্রয়**' সিদ্ধান্তটি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রক্ষিপ্ত হয়ে তা এই রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাবের মূল কারণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এই জন্যই শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দৃষ্টিতে—

হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী-শ্রীরাধা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতি বা ঘনীভূত অবস্থাস্বরূপ। হ্লাদিনীর সার হল প্রেম, আর প্রেমের পরমসার হল মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মাদনাখ্যমহাভাব-স্বরূপিণী। তিনি মূর্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তি তথা কৃষ্ণপ্রেমের গুরু। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষায়

"রাধার দাসির কৃষ্ণ, সর্ব্ববেদে বলে।"

পূর্ণশক্তি-

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

(শ্রী চৈঃ চঃ আদি ৪।৯৬)

মূল কান্তাশক্তি সকল শক্তিতত্ত্বের একমাত্র আশ্রয়- শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও, লীলারসপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্বাতিশয়িনী অভিব্যক্তি। উভয়ে এক বলে শ্রীকৃষ্ণযেমন অখণ্ড রসস্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড রসবল্লভা, শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান, তেমনি শ্রীরাধাও স্বয়ংশক্তিরূপা, মূল কান্তাশক্তি; তিনি দ্বারকার মহিষীগণের, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের এবং অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের কান্তাগণের অংশিনী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভগবৎস্বরূপের যে-সম্বন্ধ, তাঁহার কান্তারও শ্রীরাধার সহিত সেই সম্বন্ধ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাঁহার কান্তাও শ্রীরাধার বিলাস।

শ্রীরাধা যে মূল কান্তাশক্তি, সর্বশক্তির অংশিনী, সর্বশক্তি-গরিয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন-

"সর্ব-সৌন্দর্য-কান্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীপাদের শ্রীমনঃশিক্ষায়-

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন-ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ॥

ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব গণের "**একান্ত রাধিকাশ্রয়**" সিদ্ধান্ত।

(২) **গোপী ভাব** —'রুদ্র' সম্প্রদায়ের '**গোপী ভাব**' সিদ্ধান্ত টি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রক্ষিপ্ত হয়ে তা এই রূপে প্রকাশিত হয়েছে—

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীপাদের বিলাপকুসুমাঞ্জলী স্তবে দেখা যায়-

পাদাব্জেয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবী যাচে।

সখ্যায়তে মম নমোস্তু নমোস্তু নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোস্তু রসস্তু সত্যম্॥

অর্থাৎ শ্রীমতি রাধারাণীর নিকট শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর একমাত্র প্রার্থনা তিনি সখিত্ব চান না কেবল দাসিত্ব অর্থাৎ মঞ্জরীত্বের প্রার্থনা করেছেন। এই মঞ্জরী ভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র গোপী ভাব সাধন।

এই চার সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের থেকে দুটি করে মোট আটটি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "চিৎ সমন্বয়" করিয়া যে অপূর্ব্ব বিচার স্থাপন করিয়াছেন তাহাই জগতের বুকে "অচিন্ত্যভেদাভেদ" সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত দার্শনিক-সিদ্ধান্ত—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হতে মুক্ত হয়ে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহোদয় বলেছেন,—

"মীমাংসক কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ'।
সাংখ্য কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥
ন্যায় কহে,—'পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়'।
মায়াবাদী নির্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥
পাতঞ্জল কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
বেদমতে কহে,—'তাঁরে স্বয়ং ভগবান্'॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লইয়া বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সাকার-নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহ হয় ত' সগুণ॥
পরম-কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥

তা'তে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব-সার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব তদানীন্তন ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ-ভাষ্য সাতদিন শ্রবণের পর তাঁকে লক্ষ করে মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক বেদান্তের সার্বদেশিক তাৎপর্য্য ও রহস্য প্রদর্শন করতঃ কৃপাপূর্বক জানিয়েছিলেন যে, বেদান্তসূত্রে সবিশেষ, চিদ্‌বিলাস ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মের কথাই বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া ষড়্‌দর্শনের পরমপণ্ডিত শ্রীসার্বভোম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তের অসমোর্ধ মাধুর্য উপলব্ধি করে বলেছিলেন,—

"জ্ঞাতং কাণভূজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা।
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণি-যোগে বিতীর্ণামতিঃ।
বেদন্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥"

"আমি কণাদ ঋষির বৈশেষিক মত জানিয়াছি, আন্বিক্ষীকি অর্থাৎ গৌতম ঋষির ন্যায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, জৈমিনী ঋষির পূর্বমীমাংসা শিক্ষা করিয়াছি, কপিল ঋষির সাংখ্য দর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলি ঋষির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে, বেদান্তদর্শনও আমি নিপুণতার সহিত অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের বংশীধ্বনি সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে॥"

উর্জ্জাব্রত

(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—৩য় খণ্ড ২০২ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব দিবস। এই দিবসে শ্রীরামচন্দ্র "আমি সীতা দর্শন করিয়াছি"—এই হনুমদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণসহ শমীবৃক্ষতল হইতে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। এই শুভ বিজয়াদশমীর পর একাদশীতে উর্জ্জাব্রত, দামোদর ব্রত বা কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারম্ভো হরিবাসরে।
অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা তুলাগমে॥"

অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অথবা পৌর্ণমাসীতে কিংবা তুলাসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ করিবে।

কার্ত্তিক মাস শ্রীরাধা-দামোদরের অতি প্রিয়তম মাস। ইহাকে নিয়ম সেবার মাস বলা হয়। স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে এই মাসকৃত্য ও মাসমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উহা যেরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, জীবমাত্রেই বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব, সুতরাং বৈষ্ণবামাত্রেরই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কার্ত্তিকমাস অবশ্য পালনীয়।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিক ব্রতের নিত্যতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"(১) যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্ম আচরণ না করে, সে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ হত্যানিমিত্তক মহাপাপে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি নাম-সংকীর্ত্তনাদি নিয়ম বিশেষ ধারণ না করিয়া দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক মাসকে বৃথা ক্ষেপণ করে, সে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। (৩) হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যে নর কার্ত্তিক মাসে ব্রত করে না, তাহাকে ব্রহ্মা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে। (৪) মানুষ জন্মাবধি যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব-ব্রত না থাকিলে তৎসমুদায়ই বিফলতা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীনারদ ও শৌনকাদি মুনিগণসংবাদে দামোদরব্রতপালনের নিত্যতা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—"কার্ত্তিকের সমান মাস নাই। বিষ্ণুর প্রিয়তম বলিয়া কার্ত্তিক মাস সকল মাসের মধ্যে উত্তম। একদিকে সকল তীর্থ,

দক্ষিণার সহিত সমুদয় যজ্ঞ, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে ও হিমাচলে বাস, মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্ব্বদা (কলিকালাদিতেও) কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক। কার্ত্তিক মাসে যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন—

''কার্ত্তিকে কৃত পাপেরও যখন ক্ষয় নাই, তখন সর্ব্বপ্রকার পাপ যত্নসহকারে পরিহার করিতে হইবে।''

শ্রীপদ্মপুরাণও বলিতেছেন—দামোদর যেমন ভক্তবৎসল বলিয়া লোকের নিকট বিদিত, তদ্রূপ তাঁহার এই প্রিয় মাস অল্পকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহবারিগণের মধ্যে মনুষ্যদেহ যেমন দুর্ল্লভ, তেমনই ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতেও আবার হরিবল্লভ কার্ত্তিকমাস অতিশয় দুর্ল্লভ, যে মাসে প্রদীপমাত্র দান করিলেও ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, এমন কি পরদীপ প্রবোধন করিলেও সুগতি প্রদান করেন।

কার্ত্তিক মাসে যে কোন স্থানে থাকিয়া ব্রতাচরণে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়; তথাপি সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটীগুণ, গঙ্গাতেও তত্তুল্য পুষ্করে ও দ্বারকায় তাহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। অযোধ্যাদি-স্থানে ঐরূপ ফললাভ হইলেও মথুরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দান করেন, কেননা ঐ মথুরাতেই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন মাঘ মাসে প্রয়াগ, বৈশাখ মাসে জাহ্নবী সেবনীয় হন, সেইরূপ কার্ত্তিকমাসে মথুরা সেবনীয়া। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্র দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা অতি শীঘ্রই হরিভক্তি লাভ করেন। শাস্ত্রে কার্ত্তিকব্রতের যে ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যে কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব প্রমাণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়—যোগ-তৎপর সনকাদি-মুনিগণেরও দুর্ল্লভ যে ভগবদ্দর্শন, কার্ত্তিক মাসে মথুরায় জনার্দ্দনের পূজা করিয়া ধ্রুব বালক হইয়াও তাহা পাঁচমাসে লাভ করিয়াছিলেন। নদ, নদী ও সরোবর প্রভৃতি যত যত তীর্থ আছেন, তৎসমুদয়ই কার্ত্তিকমাসে মথুরায় অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমস্থ সকলেই দামোদর-ব্রত পালন করিবেন। এই ব্রতের যে সকল বিধি আছে, তাহা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপক বা ভক্ত্যনুকুলজ্ঞানে যথা সম্ভব পালনীয়। অবশ্য কোন গতিকে নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই যে কার্ত্তিক-ব্রত পালন করা হয়, তাহা নয়, দামোদরের প্রীত্যর্থে অখিলচেষ্ট হইলেই দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক ব্রত বা উর্জ্জাব্রত পালিত হয়, ভগবদ্ ভক্তিশূন্য কর্ম্ম বা জ্ঞান—নিরর্থক। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের আনুগত্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনেই নিখিল বিষ্ণুব্রত পালিত হইয়া থাকেন, কেননা এক নামসংকীর্ত্তনের মধ্যেই সকল প্রকার স্নান, দান, ধ্যান, তপ, জপ, হোম প্রভৃতি নিখিল ব্রত নিয়ম অনুস্যূত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

''সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥
(মধ্য ২২।১২৮-১২৯)
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥''
(অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

—নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তনপর 'ভক্তের' কোন বিধি অপালনজন্য অপূর্ণতা অনুভব করিতে হয় না। তথাপি যদি কেহ অন্যান্য (শ্রবণকীর্ত্তনাদি নয় প্রকার, চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কীর্ত্তনের সহযোগেই সেই সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন। অহর্নিশ নামকীর্ত্তনে প্রমত্ত করিবার জন্যই শাস্ত্র ব্রতনিয়মাদি পালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং ক্ষণকালও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইতে হইবে না, ইহাই নিষেধ; সমস্ত বিধিনিষেধ এই দুইটীরই কিঙ্কর। উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবকুলকে ক্রমে ক্রমে সুশৃঙ্খল, সন্মার্গগামী, কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবার জন্যই শাস্ত্রে নানা বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রানুশাসনমতে ভজন করিতে করিতে জীব স্ব-স্বরূপের সহজ সরল স্বাভাবিক অবস্থা যে ইষ্টে স্বারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিকী রতি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি তাহা লাভ করেন; এই শুদ্ধভক্তিই আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ''রাগমার্গরত শুদ্ধভক্ত বহির্দৃষ্টিতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অপালনের অভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাঁহার চেষ্টা আদৌ অবিধিপরা নহে, যেহেতু তিনি সকল বিধির বিধান-

কর্তা যিনি, তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রীতিসাধনে তৎপর। তবে যাঁহারা তাদৃশ অধিকার লাভের পূর্বেই শুদ্ধভক্তের অনুকরণে অনধিকারচর্চা-মূলে বিধি উল্লঘন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের চেষ্টা সর্বতোভাবে গর্হণযোগ্য, লোকের নিকট উত্তম বলিয়া প্রশংসা পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি উত্তমের আচরণগুলি অনুষ্ঠানের অভিনয় দেখাইলেও, উত্তমের সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সমস্ত কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। সুতরাং হঠাৎ কৃত্রিমপন্থায় বড় হইবার দুর্বুদ্ধি না করিয়া গুরুদেবের অভিলাষানুযায়ী শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধাদি যথাযথ পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য সমুদয় বিধি যাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক না হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা, নতুবা

''বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥''

—এই গোস্বামিবাক্যেরই সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। যাঁহার চেষ্টা যত কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী হইতে থাকিবে, তিনি ততই রাগাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কৃষ্ণার্থে একই চেষ্টা অধিকার ভেদে বিধি ও রাগমূলা হইয়া থাকে। উন্নত অধিকারীর নিকট যাহা রাগ বা জীব স্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ সরল স্বভাব, নিম্নাধিকারীর নিকট তাহাই বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা বা অভাবযুক্ত ভাব অর্থাৎ বিধিতে কৃষ্ণপ্রীতির অসম্যক্ স্ফুর্ত্তি। অতএব বিধি বলিলেই কেহ যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। আমরা নিম্নে কার্ত্তিক মাসের শ্রীদামোদর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠেয় কয়েকটী অবশ্যপালনীয় বিধির উল্লেখ করিতেছি। যদিও ভক্ত ''এই মাসে কৃষ্ণকে বেশী করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য, আর অন্যান্যমাসে অপেক্ষাকৃত কম সেবা করিলে চলিতে পারে''—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির প্রশ্রয় দেন না, তথাপি যেহেতু দামোদর মাস দামোদরের অতি প্রিয়, যেহেতু দামোদরের সুখনিমিত্ত দামোদরের প্রিয়জনগণ তন্মাস-কৃত্যগুলি শুদ্ধাভক্তিরই উদ্দীপক জ্ঞানে অতীব প্রীতির সহিতই পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস কার্ত্তিক-ব্রত-বিধি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—আশ্বিন-মাসে যে শুক্লা একাদশী হইবে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতেই ব্রতসকল ধারণ করিবে। রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-স্তোত্র-পাঠ-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিকে জাগরিত এবং নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে বা শ্রীমূর্ত্তির আরাত্রিক দর্শন করিবে। অতঃপর বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া সহর্ষে উষঃকীর্ত্তন করিবে। তৎপর নদ্যাদিতে গমন করিয়া স্নানান্তে তিলকধারণ ও সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে গৃহে আগমন পূর্ব্বক সচন্দন গন্ধপুষ্প ও তুলসী দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর পূজা করিবে। তুলসী সেবা করিবে। ভক্তিভরে দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিবে। কেশবসন্নিধানে বা দেবালয়ে অথবা তুলসী সমীপে কিম্বা আকাশে উত্তম দীপদান করিবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবৎকথা আলোচনা করিবে এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ করিবে। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ-সমীপে বসিয়া সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিবে। আলস্য-শূন্য হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবে। যে সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করা হয়, এই মাসে তাহার কিছু সঙ্কোচ করিবে। মহাপ্রসাদ নিজে সেবন করিবে এবং শ্রদ্ধাবান্‌জনকে বিতরণ করিবে। ভাল খাওয়া-পরা ছাড়িয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিবে। সাবধান,—কৃষ্ণেতর বিষয়ত্যাগ করিতে গিয়া যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুই ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগী না হও। অর্থাৎ যুক্ত বৈরাগ্যই অবলম্বনীয়। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিবে। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমভক্তি সহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। প্রাতঃস্নায়ী, জিতেন্দ্রিয়, ভূমিশায়ী, হবিষ্যাশী হইবে। শ্রীগুরুগৃহে গুরু-পদান্তিকে বা গুরুপ্রিয় শুদ্ধভক্ত-পদান্তিকে গুরুসেবা-ব্যপদেশে বাসই—মথুরা-বৃন্দাবন বাস জানিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিখিল কাল যাপন করিবে।

রাজমাষ (বরটীকলাই), নিষ্পাব (শিম্বী বা সিন), কলিঙ্গ (কলনীর শাক) পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, পরস্ত্রী, তৈলমর্দ্দন, কাংস্যপাত্রে ভোজন ও অমেধ্যভক্ষণাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ❑

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব

শ্রীভক্তি-পত্র, ২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন গিরি উৎপত্তি কথা গর্গ সংহিতা গিরিরাজ খণ্ডে কথিত হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ যখন ধরিত্রী মণ্ডলে অবতীর্ণ হবার প্রস্তাব করলেন তখন শ্রীমতী রাসেশ্বরী বললেন—যেখানে যমুনা নাই, কল্প বৃক্ষ রাজি নাই, নিকুঞ্জ কানন নাই, কদম্ব তমাল বৃক্ষ নাই ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন নাই সেখানে কি ভাবে যাব?

ভগবান বললেন হে প্রাণেশ্বরী! তুমি এ বিষয় কোন চিন্তা কর না, আমি আমাদের যাবার পূর্বে এ সমস্ত মর্ত্তধামে প্রেরণ করেছি। এখন তুমি ও আমি অবতীর্ণ হলেই হবে।

গোবর্দ্ধন গিরিবর ভগবানের আদেশ পেয়ে ভারতের পশ্চিম দিকে শাল্মলী নামক দ্বীপের মধ্যে দ্রোণাচল গিরিরাজের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হলেন।

ভগবদভিন্ন গোবর্দ্ধনকে পেয়ে দ্রোণাচল পত্নীর সহিত পরম সুখে কাল যাপন করতে লাগলেন। ঈশ্বরের আবির্ভাবে গিরিরাজ দ্রোণের পুরে যেন লক্ষ্মী দেবীর নিবাস এবং স্বয়ং আনন্দ বিরাজমান হলেন। গিরিরাজের সম্বন্ধে সকলেই আনন্দে দিন যাপন করতে লাগলেন। এমন সময় একদিবস গিরিরাজ দ্রোণের গৃহে মহামুনি পুলস্তের শুভাগমন হল। গিরিরাজ তাঁকে গৃহে পেয়ে আনন্দ ভরে স্বাগত সহকারে পাদ পূজাদি করলেন।

মুনি শ্রেষ্ঠ পুলস্ত গোবর্দ্ধনকে দেখেই বুঝতে পারলেন, ইনি ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। মুনিবর ভক্তি নম্র চিত্তে বন্দনা করলেন। মনে মনে তাঁকে ভারতবর্ষে কাশীধামে নিয়ে আসবার ভাবনা করলেন।

মুনি শ্রেষ্ঠ পুলস্ত কয়েক দিবস দ্রোণগিরিবর গৃহে আনন্দে আতিথ্যে গ্রহণানন্তর প্রণয় ভরে বললেন—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তুমি বদান্য মহাদানী, সদ্ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট থেকে একটি দান নিতে ইচ্ছা করি যদি তুমি দাও তবে বলতে পারি।

গিরিরাজ দ্রোণ বললেন—হে মুনি শ্রেষ্ঠ! আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের হস্তে দান দেওয়াও পরম সৌভাগ্যের কথা। আপনি কি চান বলুন, যা চাইবেন তাই দেব।

পুলস্ত মুনি বললেন—হে দানী শ্রেষ্ঠ দ্রোণ! তোমার বাক্যে পরমতুষ্ট হলাম। তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে দান স্বরূপ আমি চাই, অন্য কোন দানের প্রয়োজন নাই।

একথা শ্রবণে গিরিরাজ দ্রোণের এবং তাঁর পত্নীর মাথায় যেন অকস্মাৎ আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি নিদারুণ দান মুনিশ্রেষ্ঠ চাইলেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞা শূন্য প্রায় অবস্থানের পরে ধীরে ধীরে বললেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ—যে মহাদান চাইছেন তা দিব। বহু আরাধনা করে এ পুত্র রত্ন পেয়েছি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নয়নের মণিসদৃশ। তথাপি ব্রাহ্মণের বাক্যকে মিথ্যা করব না। এ বলে দ্রোণ গিরিরাজ ও তাঁর পত্নীর প্রাণতুল্য পুত্রকে কয়েকদিন বক্ষে ধারণ লালন পালন করে একদিন গোবর্দ্ধনকে সু-সজ্জিত করে শাশ্রু নয়নে পতি পত্নী মিলিত ভাবে ঋষি করে অর্পণ করলেন।

মুনিবর গোবর্দ্ধনকে হাতে নিয়ে চললেন। গোবর্দ্ধন বললেন—হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আমাকে যেখানে একবার নামিয়ে রাখবেন আমি সেখানেই থাকব। এ কথা সত্য বলে জানবেন। মুনিবর ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে ক্রমে তীর্থ শ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা ধামে উপস্থিত হলেন। এবার গোবর্দ্ধন তার পূর্বপরিচিত বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ব, তমাল কুঞ্জ কানন প্রভৃতি মথুরা মধ্যস্থলে নিরীক্ষণ করলেন। দর্শনে তিনি পরমানন্দিত হলেন, তখন তিনি মনে মনে বললেন—এঁরা ত আমার সব নিত্য সঙ্গী এঁদের ছেড়ে যাব কোথায়? এখানেই থাকব। তিনি তখন শরীরে অত্যন্ত ভার বিস্তার করতে লাগলেন। মুনি তাঁকে কাশী ক্ষেত্রে নেবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু হাতের মধ্যে এত ভার হল যে, তিনি সে ভার আর সহন করতে পারলেন না। তাই তিনি গোবর্দ্ধনকে বৃন্দাবনে যমুনা সন্নিধানে রাখলেন এবং একটু বিশ্রাম করলেন। অতঃপর তিনি গোবর্দ্ধনকে বললেন তুমি চল।

গোবর্দ্ধন বললেন—আমি আর যাব না।

মুনি বললেন—কেন যাবে না?

গোবর্দ্ধন বললেন—পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে।

মুনি ক্রোধ ভরে বললেন—আমি কাশী ক্ষেত্রে তোমাকে নেবার জন্য এনেছিলাম। তুমি যদি আমার সঙ্গে না

যাও তবে দিন দিন তিলে তিলে ক্ষীণ হয়ে যাবে। এ ভাবে অভিশাপ দিয়ে মুনি কাশীধামে চলে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত ধরামণ্ডলে আবির্ভূত হলেন। নিত্য ধামের যমুনা, কদম্ব, তমাল ও গিরি গোবর্দ্ধনকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন।

দ্বাপরের ধর্ম হল পরিচর্য্যা। ভগবান মনে মনে বিচার করলেন—আমাকে দ্বাপরের পূজা পরিচর্য্যা ধর্ম্ম পালন করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে।

শ্রীনন্দাদি গোপগণ বহুকাল ধরে ইন্দ্রের পূজা অনুষ্ঠান করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিচার করে দেখলেন,—আমাকে কেহই চিনল না। আমি যদি নিজেকে না জানাই তবে কেহই আমাকে চিনতে পারে না। তাই মনে মনে ভাবলেন—ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করে আমি আমাভিন্ন এই গিরিরাজের পূজা প্রবর্ত্তন করব। এ বলে কর্মবাদ উত্থাপন পূর্বক গোপগণের কাছে ইন্দ্রদেবের পূজার নিরর্থকতাও বুঝালেন।

শ্রীনন্দ মহারাজও কৃষ্ণের কথানুসারে সে দিন থেকে ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করলেন। ভগবান্ স্বয়ং নিজের পূজা নিজেই প্রবর্ত্তন করলেন।

যখন নন্দ মহারাজ যশোদা মায়ের সহিত পুরোহিত ব্রাহ্মণসহ বিবিধ উপচার ও পুষ্প মাল্যাদিসহ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। পূজা প্রারম্ভে শিশু লীলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সেই পুষ্প মাল্যাদি স্বয়ং গিরিরাজকে অর্পণ পূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। প্রিয় পুত্রের এরূপ কর্ম্মে শ্রীনন্দ মহারাজ পরম সুখী হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে সকলেই ঐরূপে দণ্ডবৎ করলেন। ভগবান ছলে নিজের পূজা পরিচর্য্যা জগতে নিজেই শিক্ষা দিলেন। ❑

ভৃগু মুনি

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

'মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ।।''

(—ভাঃ ৩।১২।২২)

'তাঁহারা যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মার দশম পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।'

ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ভৃগু মুনির আবির্ভাব।

(—ভাঃ ৩।১২।২৩)

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৮৫ অধ্যায়ের বর্ণনানুযায়ী পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ব্রহ্মার বীর্য্য হতেই 'ভৃগু', 'অঙ্গিরা' ও 'কবির' জন্ম হয়। অগ্নিজ্বালা—ভৃগ্ থেকে ভৃগু উৎপন্ন হলেন। ভৃগু জ্বালামালার সহিত উৎপন্ন হয়েছিলেন, এই নিমিত্ত ভৃগু অর্থাৎ জ্বালার নাম দ্বারা তাঁর 'ভৃগু' এই নাম হয়েছে।

'তপসা ভৃজ্জ্যতে পঞ্চতপাদিভির্বেতি ভ্রস্জ (প্রথি ভ্রাদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ইতি কু, সম্প্রাসারণং সলোপঃ ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ, যদ্বা ভৃজ্জতীতি ক্বিপ্, ভৃক্ জ্বালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ।' —বিশ্বকোষ

সূর্য্যদেব অগ্নিতে ব্রহ্মার বীর্য্য আহূত করিলে উহার শিখা থেকে ভৃগু, সধূম অঙ্গার থেকে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার থেকে 'কবি' উৎপন্ন হন। ভৃগু ব্রহ্মার বীর্য্য থেকে উৎপন্ন হলেও মহাদেব, অগ্নি ও ব্রহ্মা দেবতাত্রয় ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির পিতা বলিয়া বিবাদ উপস্থিত করলে দেবতাগণ মধ্যস্থ থেকে তিন পুত্র তিনজনকে প্রদান করলেন—তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরা অগ্নিদেবের এবং 'কবি' ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পিত হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে ভৃগুর বংশ বর্ণিত আছে—ভৃগুর সহধর্মিনী খ্যাতির গর্ভে 'ধাতা' ও 'বিধাতা' দুইটি পুত্র ও 'শ্রী' নাম্নী ভগবৎপরায়ণা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেরুঋষির কন্যাদ্বয় 'আয়তী' ও 'নিয়তির সহিত ধাতা ও বিধাতার বিবাহ হয়। আয়তীর গর্ভে 'মৃকণ্ড' ও নিয়তির গর্ভে 'প্রাণ' নামে দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মৃকণ্ড থেকে মার্কণ্ডেয়ের এবং প্রাণ থেকে বেদশিরার জন্ম হয়। ভৃগুঋষির কবি নামে আরো একটি পুত্র ছিল কবির পুত্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত উশনা নামক ঋষি। প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণকে মহাদেব বললেন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার মানসে ভৃগু প্রভৃতিকে শ্রীহরির মহিমাত্মক স্তোত্র শুনাইয়াছিলেন।

(—ভাঃ ৪।২৪।৭২)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ-উদ্ধবসংবাদে কৃষ্ণের উক্তি—তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু স্বরূপ।

(—ভাঃ ১১।১৬।১৪)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও কৃষ্ণের উক্তি—

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং .....। (গীতা ১০।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে 'ভৃগু ঋষিকে' ভাদ্র মাসের নির্ব্বাহকারী বলিয়া নির্দেশ করা হয়েছে।

দেবতাগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে মুনিগণের মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হইলে ভৃগু ঋষি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতা পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে একোননবর্তিতম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রসঙ্গ—পুরাকালে সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিষয়টি সঠিক জানিবার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মাপুত্র ভৃগুঋষিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট যাইয়া পরীক্ষার দ্বারা বিষয়টী নির্দ্ধারণের জন্য প্রেরণ করিলেন। ভৃগুঋষি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট পৌঁছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না এবং মহিমাসূচক কোনরকম স্তবও করিলেন না। ভৃগুর ঐরূপ ব্যবহারে ব্রহ্মা স্বীয়তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। জলের উৎপত্তির কারণ বহ্নি যেমন জল দ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাও পুত্রের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধকে স্বয়ংই নিবারণ করলেন।

ভৃগু ব্রহ্মধাম হইতে কৈলাশ-ধামে উপনীত হইলে মহেশ্বর হৃষ্ট চিত্তে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে গেলেন। ভৃগু তখন মহেশ্বরকে অনাদর পূর্ব্বক কহিলেন 'তুমি অত্যন্ত উন্মার্গগামী, তোমার আলিঙ্গন আমি গ্রহণ করিব না।' মহাদেব এইরূপ অশালীন ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে পার্ব্বতীদেবী পতির পদযুগলে পতিতা হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয়বাক্যে শান্ত করলেন।

তদনন্তর ভৃগু ঋষি বৈকুণ্ঠধামে ভগবান্ শ্রীহরির নিকট উপনীত হলেন। তিনি তথায় যাইয়াই লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শায়িত শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করলেন। সাধুজনশরণ ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত শয্যা হইতে নামিয়া অবনতমস্তকে ভৃগু ঋষিকে প্রণাম করলেন এবং মুনিবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বললেন, 'হে প্রভো! আমরা আপনার আগমন জানিতে না পারায় যে অপরাধ করেছি, তাহা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহকে পবিত্র করে। আপনি আপনার পাদোদক দ্বারা আমাকে, বৈকুণ্ঠলোককে এবং লোকপালগণকে পবিত্র করুন। আপনার পাদস্পর্শে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃপর আমার বক্ষে নিশ্চলা হয়ে বাস করবেন।' ভগবানের ঐরূপ গম্ভীর বচনে আনন্দলাভ করে ভৃগু প্রেমবিহ্বলচিত্তে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তথায় কিছু সময় অবস্থানের পর পুনরায় যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণকে নিজের অনুভূত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়া শুনালেন।

মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হলেন।

'তন্নিশম্যাম মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুঃ যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥
ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্ যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মুর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥

(—ভাঃ ১০।৮৯।১৪-১৭)

'অনন্তর মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করে বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হয়ে যাহা হতে শান্তি, অভয়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও নিখিল পাপবিনাশন যশঃ উৎপন্ন হয়, যিনি রাগদ্বেষাদি শূন্য, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনিধর্ম্মযুক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পরমগতিরূপে শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত হয়ে থাকেন, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়বিগ্রহাশ্রিত, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রিয়ত্বহেতু ইষ্টদেবতুল্য আদরণীয়; এবং নিষ্কাম, শান্তবুদ্ধি বিবেকিগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকেই দেবত্রয়ের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ'রূপে নির্ণয় করলেন।'

ভৃগুবংশে ভগবান্ পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য পরশুরামকে ভৃগুপতি বলা হয়। শ্রীজয়দেব গোস্বামী

দশাবতার স্তোত্রে পরশুরামকে ভৃগুপতিরূপে স্তব করিয়াছেন।

'ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥'

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর বংশে ঔর্ব্বের পুত্ররূপে ঋচীক্ মুনি জন্মগ্রহণ করেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। জমদগ্নির পুত্ররূপে পরশুরামের আবির্ভাব।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যও ভৃগুবংশজাত। এইজন্য শুক্রাচার্য্যকে ভার্গব বলা হয়। ভৃগুবংশ-বর্ণনে পূর্ব্বে ভৃগুর পুত্র কবি ও কবির পুত্র উশনা লিখিত আছে। সেই উশনার নামান্তর শুক্রাচার্য্য।

"ভৃগুঋষি ধনুর্ব্বেদবিদ্যার প্রবর্ত্তক (বিষ্ণুপুরাণ)। রামায়ণে লিখিত আছে অসুরগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে অসুর নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্নীর মস্তক খণ্ডিত হয়। ইহাতে ভৃগু ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দেন। এই শাপে ভগবান বিষ্ণু রামাবতারে পত্নীর্বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি কোন সময় ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছেলন।

ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার সময় ভৃগুর উদ্দেশ্য তর্পণ করিতে হয়। ইহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।" (—বিশ্বকোষ)

আশুতোষদেবের নুতন বাংলা অভিধানে 'চরিতাবলী'তে এইরূপ লিখিত আছে—'একদিন ভৃগুঋষি ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের অমর্য্যাদা করেন এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে স্তব দ্বারা শান্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলে কোমলপদে আঘাত লাগিল ভাবিয়া বিষ্ণু উঠিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু সেই পদাঘাত চিহ্ন চিরকাল বক্ষে ধারণ করেন এবং তিনিও বিষ্ণুকে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উত্তর ভারত প্রচার কার্য্যসূচী

২৩ অক্টোবর, ২০২০	—	কলকাতা থেকে গয়া যাত্রা।
২৪-২৫ অক্টোবর, ২০২০	—	গয়া মঠে অবস্থান।
২৬ অক্টোবর, ২০২০	—	গয়া হতে এলাহাবাদ যাত্রা।
২৭-২৮ অক্টোবর, ২০২০	—	এলাহাবাদ মঠে অবস্থান।
২৯ অক্টোবর, ২০২০	—	এলাহাবাদ হতে বৃন্দাবন যাত্রা।
৩০ অক্টোবর-৫ নভেম্বর, ২০২০	—	শ্রীবৃন্দাবন মঠে অবস্থান
৬-১৫ নভেম্বর, ২০২০	—	শ্রীরাধাকুণ্ড মঠে অবস্থান।
১৬-১৮ নভেম্বর, ২০২০	—	দিল্লী মঠে অবস্থান।
১৯-২১ নভেম্বর, ২০২০	—	কুরুক্ষেত্র মঠে অবস্থান।
২২ নভেম্বর, ২০২০	—	কুরুক্ষেত্রে হতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা।
২৩-২৪ নভেম্বর, ২০২০	—	লক্ষ্ণৌ মঠে অবস্থান।
২৫-২৭ নভেম্বর, ২০২০	—	বারাণসী মঠে অবস্থান।
২৮ নভেম্বর-২৯ নভেম্বর, ২০২০	—	মোগলসরাই মঠে অবস্থান।
৩০ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর, ২০২০	—	পাটনা মঠে অবস্থান।
৫ ডিসেম্বর, ২০২০	—	পাটনা হতে আমলাজোড়া যাত্রা।
৬ ডিসেম্বর, ২০২০	—	আমলাজোড়া হতে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/11/2020

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষেত্র মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তধ্রুব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org